আল্লাহর জিকরের গুরুত্ব ও কল্যাণ (ফজীলত)

আবূসামীহাহ্ সিরাজুল-ইসলাম

জিকরের গুরুত্বঃ

একজন মু'মিনের জন্য জিক্‌র বা আল্লাহর স্মরণ অত্যন্ত জরূরী। মহান আল্লাহ্ তাঁর মহিমাময় কিতাবে জিক্‌র করার জন্য ঈমানদারদের বিভিন্নভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

(অর্থের তরজমা), "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী করে স্মরণ (জিক্‌র) করো এবং সকাল ও সন্ধ্যায় [সর্বক্ষণ] তার প্রশংসা কীর্তণ করো ও প্রবিত্রতা বর্ণনা করো।" (আহযাব, ৩৩: ৪১-৪২)

তিনি অন্য জায়গায় এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন:

فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

"অতএব তোমরা আল্লাহর স্মরণ করো দাঁড়িয়ে, বসে এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায়। (আন-নিসা, ৪:১০৩)

তিনি আরো বলেছেনঃ

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও ওতামাদের স্মরণ করবো। (আল-বাকারা, ২:১৫২)

মহান আল্লাহ অন্যত্র এভাবে বলেছেনঃ

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

"তোমার রবকে স্মরণ করো নিজের অন্তরে নম্রতা ও ভীতি সহকারে সকাল ও সন্ধ্যায় উঁচু আওআজের পরিবর্তে [নীচু স্বরে]। আর তাদের মতো হয়ে যেওনা গাফিল।" (আল-আরাফ, ৭:২০৫)

মূলতঃ মু'মিনের সার্বক্ষণিক কাজই হলো আল্লাহ্‌র জিকরে নিয়োজিত থাকা। আল্লাহ সুবহানাহু ওআ তা'আলা মুমিনদের অবস্থা বর্ণণা করতে গিয়ে বলেছেনে:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"যারা আলাহর স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায়; আর যমীন ও আসমানের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে [এবং বলে], 'আমাদেও প্রভূ! তুমি এসব মিথ্যে-মিথ্যি সৃষ্টি করোনি, পবিত্র তোমার সত্ত্বা! অতএব আমাদেও তুমি আগুনের আজাব থেকে বাঁচাও'।" (আন-নিসা, ৪:১৯১)

আলাহর জিকরের ফজীলত বা কল্যাণ

১. জিকর হলো এমন উত্তম আমল যা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَرْضَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ

আবূ দারদা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আমি কি তোমাদের এমন উত্তম আমল সম্প র্কে জানাবোনা যা তোমাদের মালিককে সন্তুষ্ট করবে, তোমাদের মর্যদাকে উন্নত করবে, এবং যা সোনা রুপা দান করা ও শত্রুর মুকাবিলা করা – যেখানে তোমরা তাদের গর্দানে এবং তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত হানে – তার চেয়ে উত্তম?" লোকেরা বললো, "সেটা কি, হে আল্লাহর রসূল?" তিনি বললেন, "আল্লাহর জিকর।" (তিরমিজি, ইবনে মাজাহ ও আহমদ)

২. জিকর কল্যাণ লাভের উপায়

আল্লাহ্, সুবহানাহু ওআ-তা'আলা, বলেনঃ

وَاذْكُرُواْ اللّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلَحُونَ

তোমরা বেশী বেশী আল্লাহর স্মরণ [জিকর] করো। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (আল-আনফাল; ৮:৪৫)

فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অতএব আল্লাহর নিয়ামতগুলোর স্মরণ করো। আশা করা যায় তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (আল-আ'রাফ; ৭:৬৯)

৩. জিকরকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বিরাট পুরষ্কারের ও'আদা করেছেন এই বলেঃ

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (৩৩:৩৫)

(অর্থের তরজমা)ঃ "অবশ্যি যে সব নারী ও পুরূষ মুসলিম, মু'মিন, আল্লাহ্র অনুগত, সত্যপন্থী, ধৈর্যশীল, আলাহ্র সামনে অবনত, সদকা দানকারী, রোজা পালনকারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী এবং অধিকমাত্রায় আল্লাহ্র জিক্রকারী, আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (আল-আহযাব, ৩৩:৩৫)

৪. আল্লাহর জিকর বান্দাকে শয়তান থেকে দূরে রাখে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ (متفق عليه)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ঘুমাতে যায় শয়তান তখন তার মাথার পেছনে তিনটি গিট দেয়। প্রত্যেক গিট দেয়ার সময় সে তাতে ফুঁ দিয়ে বলে, 'রাত অনেক দীর্ঘ, সতরাং ঘুমাও'। এর পর সে ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর জিকর করলে একটা গিট খুলে যায়; যখন সে উযু করে তখন দ্বীতিয় গিটটি খুলে যায়; আর যখন সে নামাজ আদায় করে তখন তৃতীয় গিটটিও খুলে যায়। এভাবে করলে সে সতেজ এবং কর্মঠভাবে দিন শুরু করে, নতুবা তার দিন শুরু হয় নিস্তেজ ও আলস্যের মাঝে।" (বুখারী ও মুসলিম)

৫. আলাহর জিকর কিয়ামতের দিন মু'মিনের হিসাবের পাল্লাকে ভারী করবে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ (متفق عليه)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) থেকে বর্ণণা করেছেন যে তিনি (সঃ) বলেছেন, "দুটো কথা বলতে খুবই হালকা, কিন্তু মীযানের পাল্লায় বেশ ভারী আর রহমানের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। [এগুলো হলো] সুবহানা আল্লাহি আল -আযীম, সুবহানা আল্লাহি ওআ বিহামদিহি।"(বুখারী ও মুসলিম)

৬. আল্লাহর জিকর নেকীর পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় ও গোনাহ্ মুছে দেয়

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (متفق عليه)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলবে 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ ওআহদাহু লা শরীকালাহু লাহু-ল-মুলকু ওআ লাহু-ল-হামদু ওআ হুআ আলা কুল্লি শায়য়ির কাদীর', তার জন্য থাকবে দশটি গলদেশ মুক্ত করার সওয়াব, তার আমলনামায় ১০০টি হাসানাত লিখা হবে ও ১০০টি গোনাহ মুছে দেয়া হবে এবং সেদিন সন্ধ্যা

পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে হিফাজত করা হবে। তর চেয়ে উত্তম কোন কিছু কেউ পাবেনা শুধু সে ছাড়া যে তার ঐ আমলের চেয়ে বেশী আমল করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (متفق عليه)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলবে , 'সুবহানা আল্লাহি ওআ বিহামদিহি' তার সব গোনাহ মুছে দেয়া হবে যদি তা সাগরের ফেনারাশির পরিমানও হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ (مسلم)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সঃ) থেকে বর্ণণা করেছেন যে তিনি (সঃ) বলেছেন, "যে প্রত্যেক নামাজ শেষে ৩৩ বার তাসবীহ্, তাহমিদ ও তাকবীর পড়বে, যার পরিমাণ হলো ৯৯, আর ১০০ পুরা করার জন্য বলবে 'লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ ওআহদাহু লা শরীকালাহু লাহু-ল-মুলকু ওআ লাহু-ল-হামদু ওআ হুআ আলা কুল্লি শায়য়িন কাদীর ' তার সমস্ত ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেয়া হবে যদিও তা সাগরার ফেনারাশি তুল্য।" (মুসলিম)

৭. আল্লাহর জিকর হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তি দান করে

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (البخاري) / عَنْ أَبِي مُوسَى: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (مسلم)

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে নবী (সঃ) বলেছেন, "যে তার রবের জিকর করে আর যে তার রবের জিকর করেনা তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়। " এটা বুখারীর বর্ণণা। মুসলিমের বর্ণণা হলো "যে ঘরে আল্লাহর জিকর করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহর জিকর করা হয়না তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।"

৮. আল্লাহর জিকরকারীরা হবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে গণ্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ فَقَالَ سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ (مسلم)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার রাস্তায় চলছিলেন এবং তিনি একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাকে বলা হতো জুমদান। তিনি বললেন, "তোমরা এ জুমদান দ্রুত অতিক্রম করো। মুফাররিদুনরা অগ্রবর্তী হয়ে গিয়েছে। " লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রসূল, মুফাররিদুনরা কারা?" তিনি বললেন, "বেশী বেশী আল্লাহর জিকরকারী ও জিকরকারীনীগন।" (মুসলিম)

৯. আলাহর জিকর ক্ষতিকর বস্তু/প্রাণী থেকে মু'মিনদের হিফাজত করে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি নবী (সঃ) এর কাছে এসে বললো, "হে আল্লাহর রসূল, গত রাতে আমাকে বিচ্ছু দংশন করেছে য আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।" তিনি (সঃ) বললেন, "তুমি যদি সন্ধ্যার সময় বলতে 'আ'উযু বিকালিমাতি-ল্লাহি আত-তাম্মাতি মিন শাররি মা খালাক' তাহলে তা তোমাকে দংশন করতোনা।" (মুসলিম)

১০. আল্লাহর জিকর ঈমান বৃদ্ধি করে ও হৃদয়ে প্রশান্তি আনয়ন করে

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٨:٢)

যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ার দেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে।

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرأد، ١٣:٢٨)

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।

১১. আল্লাহর জিকরের মাধ্যমে মু'মিন জান্নাতে যাওয়ার পথকে সুগম করে নিতে পারে

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ قَالَ وَأَنَا خَلْفَهُ وَأَنَا أَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (متفق عليه بلفظ المسلم)

আবূ মূসা আল -আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, "আমরা রসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে এক সফরে ছিলাম। এতে লোকেরা উচ্ছস্বরে তাকবীর বলছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, 'হে লোকেরা, তোমরা এমন সত্ত্বাকে ডাকছো যিনি বধিরও নন, অনুপস্থিতও নন। তোমরাতো এমন সত্ত্বাকে ডাকছো যিনি নিকটবর্তী শ্রোতা আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন'।" [আবূ মূসা (রাঃ)] বলেন, "আমি তাঁর (সঃ) পেছনেই ছিলাম এবং বললাম 'লা হাওলা ওআ লা কুওআতা ইল্লা বিল্লাহ্'। তিনি (সঃ) বললেন, 'হে আবদুল্লাহ ইবন কায়স, আমি কি তোমাকে জা ন্নাতের চাবিগুলোর একটা চাবি সম্পর্কে জানাবোনা ?' আমি বললাম, 'অবশ্যই! হে আল্লাহর রসূল।' তিনি বললেন, 'তুমি বলো - লা হাওলা ওআ লা কুওআতা ইল্লা বিল্লাহ্'।"

এ জন্য আলাহ্‌র জিকরের (স্মরণের) কোন বিকল্প নেই। আর এ জিকর হতে হবে সার্বক্ষণিক। আল্লাহ্‌র স্মরণের রয়েছে অনেক পন্থা। আর সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে আল্লাহ্‌র রসূলের (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওআ সাল্লাম) শিখানো পন্থা। রসূলুল্লাহ্‌ (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওআ সাল্লাম) আমাদের নৈমিত্তিক কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য কিছু দু'আ শিখিয়েছেন, যেগুলো সার্বক্ষণিক ভাবে আল্লাহ্‌র জিকরে আমাদের নিয়োজিত হতে সাহায্য করে, যার অনেকগুলো উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোতে বর্ণণা করা হয়েছে। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দু'আগুলোর সংক্ষিপ্ত একটা সংকলন আমি তৈরী করেছি যা নীচের ওয়েব লিংকে পাওয়া যাবেঃ (http://www.bdislam.com/pdf/Essential%20Dua.pdf)। যাঁরা রসূলুল্লাহর (সল্লাল্লাহ আলায়হি ওআ সাল্লাম) শেখানো দু'আ ও আযকার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে তাঁরা শায়খ আল-কাহতানীর সংকলন করা "হিসনুল মুসলিম", ইমাম নববীর সংকলিত "রিয়াদুস সালেহীন" এর "কিতাবুল আযকার" অধ্যায় এবং ইমাম ইবন আল-কায়্যিম এর "যাদ আল-মা'আদ" পড়তে পারেন। আলাহ্‌ সুবহানাহু ওআ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর জিকরকারী বান্দাদের দলভূক্ত করুন। আমীন।